শেকড় জানো দেশটা চেনো

শিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ

লেখকঃ সুমাইয়া খান
অনুবাদকঃ মিহ্সান বিন মাকসুদ

Grow your Reader Foundation

শিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ

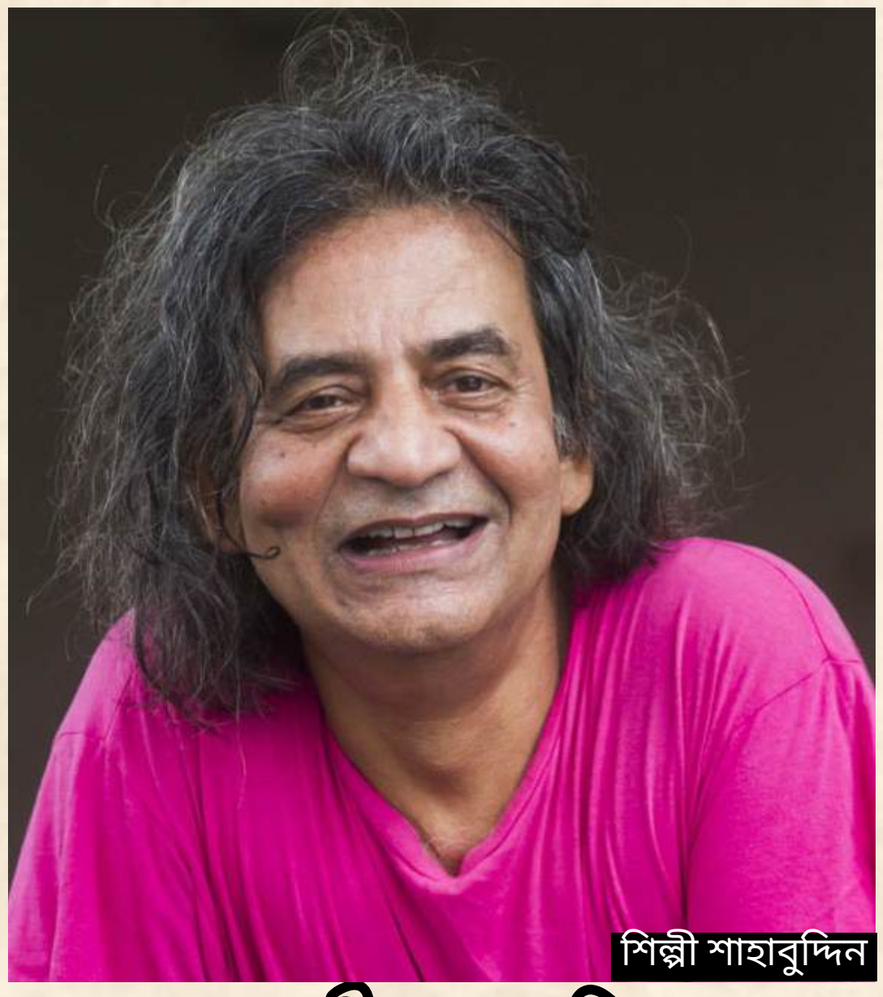
শিল্পী শাহাবুদ্দিন

শাহাবুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী চিত্রশিল্পী, যিনি ১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বরিশাল জেলার রায়পাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার ফাঁকে তিনি সবসময় আঁকার বই এবং ছবি খুঁজে দেখতেই ব্যস্ত থাকতেন। আঁকার প্রতি তার এই আকর্ষণ দেখে একদিন তার মা, তার বাবাকে না জানিয়েই তাকে আর্ট ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দেন। ক্লাসে প্রবেশ করার পর, ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী শাহাবুদ্দিন রঙের কৌটা এবং বড় সাদা কাগজ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। আর্ট কলেজের পিয়ন হান্নান একদিন তাকে বললেন, নির্দিষ্ট একটি দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার বাবা-মাকে রেডিও চালু করতে বলতে। যখন তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জানালেন, তার আঁকা দুটি ছবি শিশু দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি আর্ট প্রতিযোগিতার জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে পাঠানো হয়েছে। তার বাবা-মা আনন্দে উল্লাস করে ওঠেন যখন জানতে পারেন তাদের ছেলে সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। সেখান থেকেই তার যাত্রা শুরু হয় একজন শিল্পী হিসেবে। এরপর তিনি ঢাকা সরকারি চারুকলা কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন, যেখানে তিনি তার অসাধারণ দক্ষতাকে আরও শাণিত করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি প্যারিসে বসবাস করছেন, যেখানে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইকোল দে বোজার্ট দে প্যারিস থেকে একটি স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন।

শাহবুদ্দিন তার দেশ নিয়ে সবসময়েই ছিলেন অনেক সচেতন। তিনি '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে যোগ দেন। সে সময় নিবিড়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পল্টনে গিয়েছেন, ভাসানীর ভাষণ শুনতে নানা জায়গায় গিয়েছেন, সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ঢাকায় যে চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, সেখানে প্রথম সারিতেই ছিল শিল্পী শাহাবুদ্দিনের উপস্থিতি। শাহাবুদ্দিনের বাবা তায়েবউদ্দীনও ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা মেলাঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্টের দায়িত্বে। শাহাবুদ্দিনেরা ছয় ভাইবোনই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শাহাবুদ্দিনও মেলাঘরে ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার পর ১৭নং প্লাটুনের কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সালদা নদীতে সম্মুখযুদ্ধে এক অপারেশনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তার সম্মুখযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকাকে শত্রুমুক্ত করার অভিযানে তাঁর ভূমিকা ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে ঢাকায় কয়েকটি অসীম সাহসী অপারেশন তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। তিনি একজন প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে জয় বাংলা হোল্ডিং ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন। ষোলোই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের কিছু আগে শাহাবাগস্থ রেডিও পাকিস্তান কার্যালয়ে পাকিস্তানি পতাকা ছিঁড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন অসীম সাহসিকতার সঙ্গে। তার এ বিরল ফুটেজটি এখনও জ্বলজ্বল করে বিদ্যমান।

অঙ্কনরত অবস্থায় শাহাবুদ্দিন

তার স্বতন্ত্র তেলরঙের ক্যানভাস শৈলী মূলত ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত। তার কাজের বিষয়বস্তুতে বারবার উঠে এসেছে মুক্তি, প্রতিরোধ, এবং অবর্ণনীয় সহ্যশক্তি ও লড়াই করার ক্ষমতা। তিনি ক্যানভাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আমাদের সাহস ও সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। এমনকি যুদ্ধের সময়ও তিনি আঁকা থামাননি। অনেক কষ্টে আর্ট সামগ্রী সংগ্রহ করতেন এবং আঁকতে থাকতেন। তার কাজের বৈশিষ্ট্য হলো সাহসী এবং গতিশীল তুলি চালনা, যা আন্দোলন এবং জরুরিতার অনুভূতি প্রকাশ করে।

শাহাবুদ্দিনের স্টুডিওতে এবং অনলাইনে পাওয়া তার সংগ্রহগুলোর মধ্যে 'ফ্রিডম ফাইটার' সিরিজ এবং মুক্তিযুদ্ধের নামহীন চিত্রগুলো দেখে মনে হয়, শিল্পী আজও ১৯৭১ সালের স্মৃতির মধ্যে বাস করছেন। অ্যাথলেট বা যোদ্ধারা তাদের ট্র্যাকে সতর্ক, শিংওয়ালা জন্তু বা কুকুর-যোদ্ধারা– সবকিছুতেই একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে অপরাজেয় গতিশীলতা এবং কাঁচা সহিংসতার শক্তি।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান, ড. সারওয়ার মুরশেদ, জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এবং জয়নুল আবেদীনের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে শাহাবুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীদের বিদেশে পাঠানো নিয়ে আলোচনা হয়। বাকিরা প্রস্তাব দেন যে তিনি নিউজিল্যান্ডে যেতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন: 'আমার সন্তান প্যারিসে যাবে। সে পিকাসোদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।'

প্যারিসে প্রথম দিকে শাহাবুদ্দিন ফরাসি ভাষা শিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যার খবর শুনে গভীর শোকগ্রস্ত হয়ে, অবশেষে তিনি ফ্রান্সকে তার নতুন বাড়ি হিসেবে মেনে নেন। শাহাবুদ্দিন শেখ মুজিবকে স্মরণ করার উপায় হিসেবে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তার ছবি আঁকছেন।

শাহাবুদ্দিন শেখ মুজিবকে অঙ্কনরত অবস্থায়

১৯৬৮ সালে, শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল জয় করেন সেরা শিশু শিল্পী হিসেবে। ১৯৯২ সালে, তিনি বার্সেলোনায় অলিম্পিয়াড অফ আর্টসে সমকালীন শিল্পকলার পঞ্চাশজন মাস্টার পেইন্টারদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পান। জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি আসে এক দশক পরে, যখন তিনি ২০০০ সালে শিল্পকলায় অবদানের জন্য স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

এখন তার কাজ বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত গ্যালারি ও জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়েছে, যেমন ফ্রান্স, ভারত, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে। ২০১৪ সালে, শিল্পকলায় ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে অবদানের জন্য তাকে 'অর্ড্রে দে আর্টস এ লেটারস' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এটি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার।

২০১৬ সালে, বাংলাদেশে মৌলবাদী উগ্রবাদীদের কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং ব্লগার হত্যার চূড়ান্ত পর্যায়ে হোলি আর্টিজান হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে, শাহাবুদ্দিন মুম্বাইতে মুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি চিত্রকর্মের প্রদর্শনী আয়োজন করেন। ২০১৭ সালে, শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রথম বিদেশি শিল্পী হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব কুমার মুখার্জির বাসভবনে, রেসিডেন্ট আর্টিস্ট হিসেবে আমন্ত্রিত হন।

পাঁচ দিনের এই রেসিডেন্সি ‘শান্তি’ নামে একটি একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মুক্তির প্রতীকী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ১২টি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।

শাহাবুদ্দিন আহমেদের কাজ বহুবার নিলামে তোলা হয়েছে, যেখানে তার চিত্রকর্মের আকার ও মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে মূল্য ৭১ ডলার থেকে ৪৭,১৩৫ ডলার পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে।

শাহাবুদ্দিন তার শিল্পকর্মের সাথে

তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যেখানে অন্যায় চলছে, সেখানে একটি সত্যিকারের শিল্পী কখনো নিরপেক্ষতার বন্ধুত্ব করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর, তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পের মধ্যে মানুষের একত্রিত করার ক্ষমতা রয়েছে, তাদের দুঃখ প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাতে পারে। শিল্পের এই রূপান্তরকারী ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসই তার শিল্পী হিসেবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু।

শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ সত্য, ন্যায়বিচার এবং মানবতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ একজন শিল্পী। তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন এই বিশ্বাসে যে, আন্তরিকতার সঙ্গে সৃষ্ট শিল্প অন্ধকারতম সময়েও আলোর মতো কাজ করতে পারে।

রেফারেন্স :

- Book- শিল্পী হয়ে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না (Shahabuddin Ahmed)
- Interview- https://youtu.be/_S_Rff1bHtA?si=4MFMqAHOc8yKx9BV
- Article- https://dbfcollection.com/shahabuddinahmed/fbclid=IwY2xjawExfVdleHRuA2FlbQIxMAABHZLIjz7hnPBRHkeBRnKKDYFgrdkF9Ihpxxz4gCjzKeePPqAqNEVohCTWg_aem_WKKgAziSnFp06F0npMtkfQ

ছবি:

শিল্পী শাহাবুদ্দিন - anyadin

অঙ্কনরত অবস্থায় শাহাবুদ্দিন - porjoton bichitra

শাহাবুদ্দিন শেখ মুজিবকে অঙ্কনরত অবস্থায় - jayjaydin

শাহাবুদ্দিন তার শিল্পকর্মের সাথে - anyadin